১০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সংবাদ ৬

### শরীয়তপুরে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা

# বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ।। সুযোগ-সুবিধা বাড়েনি

শরীয়তপুর, ২১শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও বিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ-সুবিধা তেমন বাড়ছে না। প্রায় বিদ্যালয়েই শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার-টেবিল ও শিক্ষা সামগ্রির প্রচন্ড সংকট রয়েছে। শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানা, যথা- সদর, নড়িয়া, জাজিরা, ভেদেরগঞ্জ, ডামুড্যা ও গোসাইরহাট। এ থানাগুলোতে প্রাথমিকভাবে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয় '৯৩-এর জুলাই মাসে। কর্মসূচির শুরুতে জেলার ৬টি থানার ৬টি ইউনিয়নের মোট ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে শরীয়তপুর সদরে ১২টি, নড়িয়া থানায় ৮টি, ডামুড্যা থানায় ৬টি, ভেদেরগঞ্জ থানায় ১৩টি, জাজিরা থানায় ১০টি ও গোসাইরহাট থানায় ৫টি বিদ্যালয় রয়েছে এবং কর্মসূচির শুরুতে মোট ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ২শ' ৯৪। '৯৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত ৬টি থানার কর্মসূচির আওতাভুক্ত ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ৯শ' ৯০। অর্থাৎ কর্মসূচি চালু হওয়ার ১০ মাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ৭ হাজার ৬শ' ৯৬ জন এবং শরীয়তপুরের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে ক্রমান্বয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা মারাত্মক হারে বেড়েই চলেছে। কর্মসূচির আওতাভুক্ত কয়েকটি বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে বলেন, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালু হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও এখনও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক, চেয়ার-টেবিল, ব্লাকবোর্ড ও শ্রেণীকক্ষের সংকট রয়েছে।